প্রথম আলো বাংলাদেশ

ছোট্ট হাতে সংসারের হাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, কক্সবাজার|আপডেট: ০১:১১, নভেম্বর ৩০, ২০১৪| প্রিন্ট সংস্করণ

বয়স ৮ থেকে ১২ বছরের মধ্যে। কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত–সংলগ্ন বিশাল ঝাউবাগানের ভেতরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায় এই শিশুরা। কখনো ঝাউগাছের শুকনো পাতা আর কাঠ সংগ্রহ করে। কেউ ধরে চিংড়ির পোনা। সারা দিনে যা আয় হয়, তা দিয়ে চলে সংসার। কচি হাতে টেনে চলেছে সংসারের হাল। ২৫ নভেম্বর বেলা ১১টায় সৈকতের ডায়াবেটিস হাসপাতাল পয়েন্টে ঝাউবাগানের ভেতরে দেখা হয় আট বছরের শিশু রিদুয়ানের সঙ্গে। সঙ্গে ছোট ভাই রমজান (৪)। সকাল সাতটা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত দুই ভাই দুই বস্তা পাতা সংগ্রহ করে। এক বস্তা পাতা বিক্রি করলে পাবে ৬০ টাকা। এই টাকায় দিনের খরচ মেটে। রিদুয়ান জানায়, তার জন্ম সৈকতের নাজিরারটেক হলেও দাদার বাড়ি কুতুবদিয়ায়। বাবা আবদুল মালেক মাকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। মা মুন্নি আকতার আবার চট্টগ্রামে বিয়ে করেন। এখন সেখানে পোশাক কারখানায় চাকরি করছেন। তারা দুই ভাই থাকে নাজিরারটেক এলাকায় নানির বাড়িতে। সেখান থেকে পাতা সংগ্রহ করতে আসে প্রতিদিন। রিদুয়ান তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র হলেও পাঁচ মাস ধরে সে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না। কারণ জানতে চাইলে রিদুয়ান বলে, ‘লেখাপড়া বাদ। আগে কাজ করতে হবে। না হলে খাব কী? লেখাপড়া শিখে মানুষ হওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাবার জন্য পারলাম না।’ শুধু রিদুয়ান ও রমজান নয়, অসহায়-দরিদ্র

পরিবারের এ রকম কয়েক শ শিশু-কিশোরের জীবন আটকে আছে ঝাউবাগানে। বনকর্মীরা ঝাউবাগান থেকে শিশুদের তাড়িয়ে দিলে সেদিন না খেয়ে থাকতে হয়।

মোবারেকা (৬) নামের আরেক শিশু জানায়, বাবা সেলিম উদ্দিন শুঁটকি মাছ ফেরি করে বিক্রি করেন। এতে যা আয় হয়, তা দিয়ে পাঁচ সদস্যের সংসার চলে না। তাই পাতা সংগ্রহের মাধ্যমে তাকেও কিছু আয় করে দিতে হয়। সে বলে, 'আগে স্কুলে গিয়ে পড়ালেখা করতাম, এখন পারি না। ঝাউবাগানের ভেতরে একটি স্কুল খোলা হলে আমরাও মানুষ হতে পারতাম।'

একই কথা বলে স্কুল ছেড়ে ঝাউপাতা কুড়াতে আসা সালমান (৮) ও মেহেদী হাসান (৬)।

ঝাউবাগানের পাশের বাহারছড়া উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুর মোহাম্ম দ বলেন, ঝরে পড়া এসব শিশুকে শিক্ষার আলো দিতে হবে। নৈতিক শিক্ষা না পেলে বহু শিশু চারিত্রিক সমস্যায় পড়তে পারে।

কক্সবাজার পৌরসভার স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর আকতার কামাল বলেন, এই ওয়ার্ডে বসবাসরত ৭০ হাজার মানুষের বেশির ভাগ হতদরিদ্র। জেলার বিভিন্ন উপকূল থেকে প্রকৃতিক দুর্যোগে ঘরবাড়ি ও সম্পদ হারিয়ে তারা সৈকতের নাজিরারটেক ও ফদনারডেইল গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে।

অধিকাংশ নারী-পুরুষ শুঁটকিমহালে শ্রমিকের কাজ করলেও কয়েক হাজার শিশু অযত্ন -অবহেলায় বড় হচ্ছে। লেখাপড়া বাদ দিয়ে অনেকে আয়–রোজগারের কাজে লেগে যাচ্ছে।